সংহিতা

Deep Beast

সংস্করণে: পরীক্ষিত শর্ম্মা

সূচিপত্র

Deep Beast-এর সূত্রপাত ... 1
আজকের ভারতে শিক্ষার অবস্থান ... 2
আমাদের প্রত্যয় ... 6
কেন "Deep Beast"? ... 8
আমাদের অনুভব ... 10
আমাদের উদ্দেশ্য ... 11
আমাদের অঙ্গীকার ... 13

Deep Beast-এর সূত্রপাত

"প্রতিটি প্রজন্মই এমন এক পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়, যা পূর্ববর্তী প্রজন্মের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।"

মানবসভ্যতা সর্বদা শিক্ষার মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পকর্ম, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, সহানুভূতিশীল কাজ, সভ্যতা কিংবা বিপ্লব; সবকিছুরই সূচনা হয়েছিল এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে জ্ঞান হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে। তাই শিক্ষা কেবল একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা নয়; এটি সেই ভিত্তি, যার ওপর দাঁড়িয়ে প্রতিটি সমাজ তার ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে।

ভারত হাজার হাজার বছর ধরেই এই দায়িত্ব প্রজন্ম পরম্পরায় পালন করে আসছে। তক্ষশিলা ও নালন্দার প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শুরু করে আজকের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান – সর্বত্রই এই শিক্ষা সমগ্র-জাতির অগ্রগতির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে নিজের ভূমিকা স্থাপন করেছে।

গত কয়েক দশকে ভারত এক অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। লক্ষ লক্ষ শিশু, যাদের একসময় স্কুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না, তারা এখন প্রতিদিন শিক্ষা-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হচ্ছে। সরকার, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও সমাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার সুযোগ অভূতপূর্ব মাত্রায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এই অর্জন অবশ্যই স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য।

তা সত্ত্বেও, প্রতিটি প্রজন্মই নতুন কোনো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আর প্রশ্নটি এটি নয় যে, "সব শিশু কি স্কুলে পৌঁছাতে পারছে?" বরং প্রশ্নটি এখন দাঁড়িয়েছে :

"সব শিশু কি বাস্তব-জীবনের জন্য প্রস্তুত হয়ে স্কুল শেষ করতে পারছে?"

শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষ একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে পারে না। কেবল পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর মননে গভীর-অনুভব তৈরি করতে পারে না। আর, কেবল প্রথাগত-পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার্থীর প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

শেখার প্রক্রিয়াটি স্কুলের প্রথম ঘণ্টার সাথে শুরুও হয় না, আবার শ্রেণিকক্ষ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তা শেষও হয়ে যায় না। একটি শিশু শেখে প্রশ্ন করার মাধ্যমে; শেখে খেলাধুলা, গল্প পড়া, ভুল করা, পরিবারের সাথে কথা বলা, প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা, প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ, অন্যকে সহযোগিতা, কিংবা সুন্দরতর পৃথিবীর কল্পনা করার মধ্য দিয়েও।

শিক্ষা কেবল স্কুলের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেখানেই কৌতূহল বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, সেখানেই শিক্ষার পথ খুলে যায়। আজকের শিশুদের চারপাশের পৃথিবী আগের যেকোনো প্রজন্মের অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(Artificial Intelligence) বিভিন্ন প্রথাগত পদ্ধতিকে আমূল বদলে দিচ্ছে। ডিজিটাল-মাধ্যম শিশুদের চিন্তাভাবনা, যোগাযোগ ও শিক্ষার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করছে। আগামী অনেক পেশা হয়তো এখনো আবিস্কারই হয়নি। তথ্য ক্রমশ সহজলভ্য হচ্ছে, আর দামি হয়ে উঠছে তথ্যের ব্যবহার।

এমন এক পৃথিবীতে শিক্ষা কেবল মুখস্থ-বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। শিক্ষাকে সাহায্য করতে হবে শিক্ষার্থীর বোধমূলক গঠনে, শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তনে, শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর মেধা অনুসারে সহজ এবং একইসাথে দায়িত্বশীল।

এই উপলব্ধি থেকেই Deep Beast-এর যাত্রার সূচনা। আমরা কখনো ভাবিনা বা বিশ্বাস কারিনা যে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ, কিংবা আমরা স্কুল বা শিক্ষকদের বিকল্প কিছু তৈরি করবো। আমরা বিশ্বাস করি যে বাস্তবধর্মী শিক্ষার জন্য কেবল একটি শ্রেণিকক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরও বৃহত্তর এক পরিবেশ বা ecosystem-এর প্রয়োজন। একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষক-শিক্ষিকা-রা অনুপ্রেরণা জোগান, অভিভাবকরা যত্নের সাথে বড় করেন, বিদ্যালয় অভিমুখ দেয় এবং জাতি চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি, প্রযুক্তি নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে, আর সমাজ আমাদের পছন্দ বা সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এই শক্তিগুলো যখন সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তখন শিক্ষা হয়ে ওঠে এক সার্বভৌম প্রক্রিয়া। আর শিক্ষার এই প্রধান তন্ত্রগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে, শিক্ষা হয়ে পড়ে অসম্পূর্ণ এবং বাস্তবতাহীন।

Deep Beast-এর যাত্রা শুরু হয়েছে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে:

শিক্ষা কেবল শিক্ষার্থীদের প্রথাগত-মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত করবে না।
বরং তাদের এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে তারা পৃথিবীর বাস্তবতাকে বুঝতে পারে,
এর উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে এবং
পৃথিবীকে আগের চেয়ে আরও উন্নত অবস্থায় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে পারে।

আমরা বই প্রকাশের সংখ্যা, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, কিংবা আর্থিক মুনাফার ওপর ভিত্তি করে সাফল্যের পরিমাপ করি না। আমাদের সাফল্যের মাপকাঠিতে একটি প্রশ্ন অনেক বেশি গুরুত্ব পায়: *"আমরা কি কারও শিক্ষাগ্রহণের প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে পেরেছি, যাতে তার জীবন বদলে গিয়েছে?"* আমাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত-পণ্য-প্রযুক্তির শুরু হয় এই প্রশ্ন থেকেই। শিক্ষা কখনও ব্যবসায়িক পণ্য হতে পারে না, এটি **আমাদের সবার বিশেষ দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, মনুষ্যত্বের কাছে।**

আজকের ভারতে শিক্ষার অবস্থান

যে কোনো সমস্যার বাস্তব-সমাধানের শুরুটা হয় সেই সমস্যার মূল বোঝার মধ্য দিয়ে। Deep Beast-এ আমরা মানি, শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্ভাবনী পদক্ষেপগুলো অনুমান-নির্ভর না হয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণনির্ভর হওয়া উচিত। আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ধারণের আগে আমরা একটি সাধারণ প্রশ্ন করেছিলাম:

আজকের দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান কোথায় এবং কেমন?

এর উত্তরটি একইসাথে অনুপ্রেরণাদায়ক এবং উদ্বেগের।

➢ শিক্ষায় সকলের অধিকার - এই ক্ষেত্রে ভারতের আমূল পরিবর্তন:

বিংশ শতাব্দীর বড় একটা সময় জুড়ে ভারতের অন্যতম বড় শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জ ছিল প্রতিটি শিশুর জন্য স্কুলে যাওয়ার সুযোগ সুনিশ্চিত করা।

আজ সেই বাস্তবতায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে।

'শিক্ষার অধিকার আইন,২০০৯' (Right to Education Act,2009), **'সর্বশিক্ষা অভিযান'** এবং **'সমগ্র শিক্ষা অভিযান'**-এর মতো সরকারি উদ্যোগগুলো প্রাথমিক স্তরে প্রায় সর্বজনীন শিক্ষার্থী ভর্তির হার অর্জনে অবদান রেখেছে। UDISE+ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-২৫-এর তথ্য অনুযায়ী, ভারতের স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে প্রায় **১৪.৭২ লক্ষ স্কুলের** মাধ্যমে প্রায় **২৪.৮ কোটি শিক্ষার্থীকে** শিক্ষাঙ্গনে এনেছে এবং এতে প্রায় **৯৮ লক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা** নিয়োজিত আছেন; ফলে এটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

'অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট' (ASER)-এর মতো স্বাধীন মূল্যায়নগুলোতে ধারাবাহিকভাবে দেখা গেছে যে, ভারতের গ্রামীণ এলাকায় ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলে ভর্তির হার বহু বছর ধরে ৯৫% -এর উপরে রয়েছে।

এটি ভারতের অন্যতম বড় উন্নয়নমূলক সাফল্য। তাই জাতীয় পর্যায়ে আলোচনার মোড় ঘুরেছে। এখন আর প্রশ্নটি এটি নয় যে, *"প্রতিটি শিশু কি স্কুলে পৌঁছাতে পারছে?"* বরং প্রশ্নটি এখন দাঁড়িয়েছে:

"স্কুলে পৌঁছানোর পর প্রতিটি শিশু আসলে কী শিখছে?"

➢ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসলেই যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিশ্চিত হবে, এমন নয়:

শিক্ষায় অধিকারের প্রসার ছিল প্রথম মাইলফলক। জীবন-উপযোগী বাস্তব শিক্ষা নিশ্চিত করা হলো পরবর্তী ধাপ। জাতীয় পর্যায়ের শিখন মূল্যায়নগুলোতে দেখা যায় যে, স্কুলে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থী 'মৌলিক সাক্ষরতা ও গাণিতিক দক্ষতা' (FLN)-র প্রত্যাশিত স্তর অর্জনে হিমশিম খাচ্ছে।

ASER ২০২৪-এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, অনেক শিশু এখনও তাদের শ্রেণির উপযোগী লেখা পড়তে বা বয়স-উপযোগী গাণিতিক হিসাব করতে অক্ষম। এই সমীক্ষা কেবল সরকারি অথবা কেবল বেসরকারি মাধ্যমের বিদ্যালয়ের ওপর নয়, ASER-এর এই সমীক্ষা গৃহভিত্তিক। অর্থাৎ সরকারি, বেসরকারি, আধাসরকারি, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

সমগ্র চিত্র এই সমীক্ষা। এই ফলাফল স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধির সাফল্যকে খাটো করে না; বরং একটি নতুন জাতীয়-অগ্রাধিকারকে সামনে নিয়ে আসে: শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন।

সুতরাং, স্কুলে উপস্থিতি এবং শিক্ষা অর্জন - এ দুটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত হলেও এক নয়। শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে কাটানো সময়ের পরিমাপ দিয়ে শিক্ষাকে পরিমাপ করা যায় না। শিক্ষার প্রকৃত মূল্য বিবেচিত হয়, শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষের বাইরে কী বুঝতে পারছে, কী মনে রাখতে পারছে এবং অর্জিত জ্ঞান কীভাবে প্রয়োগ করতে পারছে - তার ওপর।

➢ ভারত ইতিমধ্যেই এই চ্যালেঞ্জটি চিহ্নিত করেছে:

এই বিষয়টি কেবল DEEP BEAST-এর চিন্তাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; শিক্ষানীতি নির্ধারণের সর্বোচ্চ পর্যায়েও বিষয়টি স্বীকৃত হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP2020) মুখস্থ-নির্ভর পড়াশোনা থেকে সরে এসে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে:

- ধারণাগত বোধগঠন (conceptual understanding);
- দক্ষতা-ভিত্তিক শিক্ষা (competency-based education);
- বিশ্লেষণধর্মী চিন্তন (critical thinking);
- সৃজনশীলতা (creativity);
- অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা (experiential learning);
- বহু-বিষয়ক সমস্যা সমাধান (multidisciplinary problem-solving); এবং
- অবিরাম শিক্ষা বা আজীবন শেখার মানসিকতা (continuous learning.)।

একইভাবে, **UNESCO**-এর মতো সংস্থাগুলিও জোর দিয়ে বলে যে, মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কেবল জ্ঞানই নয়, বরং সমাজে অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, মূল্যবোধ ও সক্ষমতাও অর্জন করানো উচিত।

এই সুপারিশগুলো একটি অভিন্ন ধারণাকেই প্রতিফলিত করে:

শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের কেবল প্রথাগত-মূল্যায়নের জন্যই নয়, বরং জীবনের জন্যও প্রস্তুত করতে হবে।

➢ পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে তাল মেলাতে প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন:

আজকের যে শিশুরা স্কুলে প্রবেশ করছে, যখন তারা শিক্ষাপর্ব সমাধা করবে, তখন এমন এক পৃথিবীতে পা রাখবে যা আগের প্রজন্মের দেখা পৃথিবীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা(AI) বিভিন্ন পেশাকে বদলে দিচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি শিশুদের শিক্ষা, যোগাযোগ পদ্ধতি এবং পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ধরনকে প্রভাবিত করছে। তথ্যের প্রাচুর্য বেড়েছে। সেই তথ্য যাচাই-বাছাই, ব্যাখ্যা, সৃজন ও প্রয়োগ করার সক্ষমতা ক্রমশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
এমন পরিস্থিতিতে, সাফল্য কেবল শিক্ষার্থীরা কী জানে তার ওপর নির্ভর করে না, বরং তারা কীভাবে চিন্তা করে তার ওপর নির্ভর করে।

কৌতূহল, অভিযোজন-ক্ষমতা, নৈতিক বিচারবোধ, সৃজনশীলতা, বাকপটুতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা।

এগুলো আর ঐচ্ছিক গুণাবলী নয়; একবিংশ শতাব্দীতে এগুলো অপরিহার্য দক্ষতা।

➢ আমাদের সামনে থাকা সুযোগ:

ভারত ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, ব্যাপক পরিসরে শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব।

দেশের সামনে এখন আর কেবল শিক্ষার অধিকার সম্প্রসারণের চ্যালেঞ্জ নেই; বরং শিক্ষার গুণমান, প্রাসঙ্গিকতা এবং আজীবন প্রভাব বা উপযোগিতা বৃদ্ধি করাই এখন মূল চ্যালেঞ্জ।

শুধুমাত্র স্কুলের পক্ষে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজ, প্রকাশক, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, নীতি-নির্ধারক এবং দায়িত্বশীল উদ্ভাবক - সবারই এক্ষেত্রে ভূমিকা রয়েছে।
DEEP BEAST সেই অবদানকারীদের একজন হতে চায়। আমরা এমনটা বলছি না বা বিশ্বাস করি না যে, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ; বরং আমরা বিশ্বাস করি যে, প্রতিটি শিক্ষার্থীর পূর্ণ-বিকাশে সহায়তা করার জন্য এই ব্যবস্থাকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন।

References:

1. PIB Delhi, ***"INDIA'S SCHOOL EDUCATION SYSTEM SERVES 24.8 CRORE STUDENTS ACROSS 14.72 LAKH SCHOOLS WITH 98 LAKH TEACHERS: ECONOMIC SURVEY 2024-25."***, 31 JAN 2025, https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2097864&lang=1&reg=37
2. Rukmini Banerji, ***"Schooling and learning for all: how far has India come? how far do we still have to go"***, 03 July 2026, https://education.economictimes.indiatimes.com/ news/school-education/schooling-and-learning-for-all-how-far-has-india-come-how-far-do-we-still-have-to-go/132142528
3. UDISE+ Dashboard (Powered by NEP-2020), Retrieved July 13, 2026, https://dashboard.udiseplus.gov.in/
4. Abhishek Waghmare, ***"Enrolment in education"***, Published 06 June 2024/Updated 12 May 2026, https://www.dataforindia.com/enrolment-in-education/
5. "Leap in Rural School Enrollment, Annual Status of Education Report (ASER) 2024", Published 04 FEB 2025 6:13PM by PIB Delhi, Ministry of Education. From https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099725&reg=48&lang=2
6. Amitav Virmani & Aadi Rungta, ***"If India has the most number of schools in the world, then why are our children still not learning?"***, 29 December, 2025. https://www.linkedin.com/pulse/india-has-most-number-schools-world-why-our-children-zywdc
7. ASER, ***"Annual Status of Education Report 2024"***, 28 January 2025, https://asercentre.org/wp-content/uploads/2022/12/ASER_2024_Final-Report_13_2_24-1.pdf
8. Ministry of Human Resource Development, GOI, ***"National Education Policy 2020"***, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/NEP_Final_English_0.pdf
9. UNESCO, ***"UNESCO launch of "Bhasha Matters: State of the Education Report for India 2025 on Mother Tongue and Multilingual Education"***, Published on 17 December 2025, Last update 18 March 2026, https://www.unesco.org/en/articles/unesco-launch-bhasha-matters-state-education-report-india-2025-mother-tongue-and-multilingual
10. PIB Delhi, ***"Do away with rote method of teaching; Vice President"***, 13 July 2019, https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1578641&utm_source=chatgpt.com&reg=48&lang=2

আমাদের প্রত্যয়

Deep Beast-এ আমরা বিশ্বাস করি যে, শিক্ষা কেবল এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে তথ্য হস্তান্তরের কোনো প্রক্রিয়া নয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করে , চারপাশের জগতকে অনুভব করে এবং বিশ্ব-জগতকে উন্নত করার মতো প্রজ্ঞা অর্জন করে। প্রতিটি শিশুই জন্মগতভাবে কৌতূহলী। শিক্ষার কাজ সেই কৌতূহলকে মুখস্থবিদ্যার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা নয়, বরং তাকে গভীর অনুভব, সৃজনশীলতা, দায়িত্ববোধ এবং আজীবন শেখার মানসিকতায় বিকশিত করা।

শুধুমাত্র জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। জ্ঞান তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন তা সঠিকভাবে অনুভব করা যায়। অনুভব তখনই মূল্যবান হয় যখন তা বাস্তবে প্রয়োগ করা হয়। আর প্রয়োগ তখনই বৈপ্লবিক হয়ে ওঠে যখন তা প্রজ্ঞা ও চরিত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাই আমাদের কাছে শিক্ষা কোনো গন্তব্য নয়, বরং একটি আজীবন চলার পথ।

আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষার লক্ষ্য কেবল শিশুদের পরীক্ষায় সফল হওয়ার জন্যই প্রস্তুত করা নয়, বরং তাদের সমস্যা সমাধান, ভাবনার আদান-প্রদান, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পারস্পরিক-সহযোগিতা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপযোগী করে তোলা। প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য বা ভালো ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ; তবে শিক্ষার মাধ্যমে সততা, সহানুভূতি, সহনশীলতা, সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনা এবং অর্থবহ প্রশ্ন করার আত্মবিশ্বাসও গড়ে তুলতে হবে।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি শিক্ষার্থীই অনন্য। কোনো দুটি শিশুই হুবহু একই পদ্ধতিতে, একই গতিতে বা একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেখে না। তাই অর্থবহ শিক্ষার জন্য প্রয়োজন নমনীয়তা, সহানুভূতি এবং কেবল তুলনামূলক বিচারের পরিবর্তে প্রতিটি শিশুর নিজস্ব সম্ভাবনার প্রতি শ্রদ্ধা।

আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষকরা সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। প্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে, শিখন-প্রক্রিয়া সহজ করতে, শেখার পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী সাজাতে এবং নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করতে পারে। কিন্তু প্রযুক্তির কাজ হওয়া উচিত শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন করা, তাদের প্রতিস্থাপন করা নয়।

একইভাবে, শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকরা কেবল দর্শক নন। স্কুলের ঘণ্টা বাজার সাথে সাথেই শিশুর শেখার প্রক্রিয়া শুরু হয় না, আবার স্কুল শেষ হলেই তা থেমে যায় না। পরিবার , সমাজ, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, বই, কথোপকথন, খেলাধুলা এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা—সবই শিক্ষার অংশ। শেখার প্রক্রিয়া সর্বত্রই ঘটে। শিক্ষা আসলে একটি সামগ্রিক ব্যবস্থা বা ecosystem ।

আমরা বিশ্বাস করি, উদ্ভাবনের সাথে দায়িত্ববোধও জড়িত। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ (AI) প্রতিটি নতুন প্রযুক্তির ভাবনা এমনভাবে করা উচিত যা শিক্ষাকে আরও অর্থবহ, সহজলভ্য, আকর্ষণীয় এবং মানবিক করে তোলে। নৈতিকতা-বর্জিত আবিষ্কার হয়তো মানুষকে চমৎকৃত করতে পারে, কিন্তু প্রজ্ঞাপূর্ণ উদ্ভাবনই মানুষের জীবনকে উন্নত করে।

আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষাকে অবশ্যই বাস্তবতার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুরা যেন তাদের সমাজকে বুঝতে পারে, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, বিজ্ঞানের গুরুত্ব বোঝে, প্রকৃতি রক্ষা করে, দায়িত্বশীলভাবে

প্রযুক্তি গ্রহণ করে এবং সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। শিক্ষা যেন কখনোই বাস্তব-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে।

আমরা বিশ্বাস করি, কোনো একক প্রতিষ্ঠান একা শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে পারে না। সরকার নীতি প্রণয়ন করে। বিদ্যালয়গুলি একটি কাঠামো প্রদান করে। শিক্ষকরা অনুপ্রেরণা জোগান। অভিভাবকরা শিক্ষার্থীর যত্ন নেন। গবেষকরা নতুন কিছু আবিষ্কার করেন। নির্মাতারা ভাবনার আদান-প্রদান করেন। প্রযুক্তি সক্ষমতা বাড়ায়। আর থাকে সম্প্রদায়ের সহায়তা। যখন এই শক্তিগুলি একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় না নেমে বরং সম্মিলিতভাবে কাজ করে, তখনই প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হয়।

এ কারণেই, Deep Beast বিদ্যমান শিক্ষা পদ্ধতিকে সহায়তা ও শক্তিশালী করতে এবং তাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে উৎসাহী।

পরিশেষে, আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের তৈরি প্রতিটি পণ্যের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ প্রশ্নই মূল নির্দেশক:

এটি কি সত্যিই কারও শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আর ভালোভাবে সহায়তা করবে?

কারণ আমাদের উদ্দেশ্য কেবল শিক্ষামূলক পণ্য তৈরি করা নয়।

আমাদের উদ্দেশ্য হলো আরও ভালো শিক্ষার্থী, আরও ভালো চিন্তাবিদ এবং আরও ভালো মানুষ গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

কেন "Deep Beast"?

সাধারণত প্রতিটি সংস্থার নামের পেছনেই একটি ব্যাখ্যা থাকে। কোনো সংস্থার নাম তার বিক্রিত জিনিসের অথবা পরিষেবার পরিচয় বহন করে, আবার কোনো নাম সংস্থার মূল বিশ্বাস বা আদর্শকে তুলে ধরে। "Deep Beast" নামটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এটি কোনো প্রাণীর নাম নয়। এটি আগ্রাসনের প্রতীকও নয়। উদ্দেশ্যহীন শক্তির উদযাপনও এটি নয়। বরং এটি দুটি ধারণার এমন এক সমন্বয়, যা শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের আদর্শকে প্রকাশ করে।

➢ Deep (গভীর)

"**Deep**" শব্দটি আমাদের গভীর 'প্রজ্ঞা'-লাভের প্রচেষ্টাকে নির্দেশ করে।

আজকের পৃথিবীতে তথ্যে খুবই সহজলভ্য। ইন্টারনেটে একটি ক্লিকেই আমরা অসংখ্য তথ্য পেয়ে যেতে পারি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু কেবল তথ্য থাকলেই প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতা তৈরি হয় না। কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ, আর তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা এক নয়। আবার কোনো বিষয়ে উপলব্ধি আর তা বাস্তবে প্রয়োগ করাও ভিন্ন । আবার বিষয়ের বাস্তব-প্রয়োগ আর তার মাধ্যমে উদ্দেশ্য-অনুসারে ফললাভ, তথা বিষয়ে প্রজ্ঞা-প্রাপ্তি এক নয়। "Deep Beast"-এ আমরা বিশ্বাস করি, শেখার প্রক্রিয়াটি কেবল তথ্য মুখস্থ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং তা গভীর উপলব্ধি, চিন্তাশীল বিশ্লেষণ, বাস্তব প্রয়োগ এবং আজীবন কৌতূহল ধরে রাখার দিকে ধাবিত হওয়া উচিত।

গভীরভাবে শেখার অর্থ হলো—প্রশ্ন করা, অন্বেষণ করা, পর্যবেক্ষণ করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, ভুল করা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা করা এবং প্রথাগত শিক্ষা শেষ হওয়ার পরেও শেখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

আমাদের কাছে "Deep" শব্দটি জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রজ্ঞা এবং সত্যের আজীবন অন্বেষণকে তুলে ধরে।

➢ Beast (প্রাণীসত্তা)

"**Beast**" শব্দটিকে প্রায়শই ভুলভাবে অনুধাবন করা হয়। সাধারণত একে আগ্রাসন, ধ্বংস বা আধিপত্য বিস্তারের সাথে সম্পর্কিত করা হয়।

কিন্তু আমাদের কাছে এর অর্থ তা নয়।

আমাদের কাছে Beast হলো শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের দ্বারা পরিচালিত মানব-সত্তার অসাধারণ শক্তির প্রতীক। এটি ব্যর্থতার মুখেও ঘুরে দাঁড়ানোর বা টিকে থাকার ক্ষমতা(resilience) নির্দেশ করে। আমরা মনে করি, শৃঙ্খলা ও অনুশাসন থাকলে, 'ব্যর্থতা' সফলতার কেবল একটি সিঁড়ি-মাত্র। প্রশ্ন করার সাহস, শিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার অনুশাসন, প্রতিদিন নিজেকে উন্নত করার শৃঙ্খলা এবং সাফল্য অনিশ্চিত জেনেও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথে অবিচল থাকার অদম্য ইচ্ছাশক্তি – এ সবেরই প্রতীক হলো এই "Beast"।

প্রতিটি শিশুই সম্ভাবনার সমুদ্র। সঠিক নির্দেশনা, সুযোগ এবং অনুশাসনের অভাবে সেই সম্ভাবনা হয়তো এক অজানা-শক্তির মতোই সুপ্ত থেকে যায়। শিক্ষা সেই সম্ভাবনাকে সৃষ্টি করে না, বরং তাকে জাগিয়ে তোলে।
সুতরাং, আমরা যে "Beast"-এর কথা বলছি, তা কোনো প্রাণী নয়; বরং এটি হলো প্রতিটি শিক্ষার্থীর ভেতরে থাকা অসীম ক্ষমতার প্রতীক।

এই দুটি ধারণা যখন একত্রিত হয়, তখন তা একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনে পরিণত হয়।
• "Deep" আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, তথ্যের চেয়ে 'প্রজ্ঞা'-র সন্ধান আজকের দিনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
• "Beast" আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সেই প্রজ্ঞার অন্বেষণ হবে অবিচল শৃঙ্খলা ও অনুশাসনের সাথে।

একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। প্রয়োগবিহীন উপলব্ধি মানেই অব্যবহৃত জ্ঞান। আবার প্রজ্ঞাহীন শক্তি মানেই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। অর্থবহ শিক্ষার জন্য এই দুটিরই প্রয়োজন। গভীর উপলব্ধি, নিরলস বিকাশ, উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্ম।

➢ Wolf - the Symbol:

"Deep Beast"-এর মুখ তথা প্রতীকটি নেকড়ে দ্বারা অনুপ্রাণিত।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে নেকড়ে বুদ্ধিমত্তা, নিষ্ঠা, পর্যবেক্ষণ, দলবদ্ধতা, অভিযোজন ক্ষমতা এবং সহনশীলতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। নেকড়েরা ভুল থেকে শেখে, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখে, একে অপরকে রক্ষা করে এবং একসাথে কাজ করে টিকে থাকে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও।

এই গুণাবলীগুলো সেই শিক্ষাগত মূল্যবোধকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করে যা আমরা পালন করতে চাই।

তাই আমাদের প্রতীক আধিপত্যকে মহিমান্বিত করে না। এটি অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত প্রজ্ঞাকে মহিমান্বিত করে।

আমাদের অনুভব

আমরা এমন এক বিশ্বের স্বপ্ন দেখি যেখানে শিক্ষা শুধু শ্রেণীকক্ষ, পাঠ্যবই এবং পরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এটি একটি আনন্দপূর্ণ জীবনভোর-সফরে পরিণত হবে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে চিন্তা করতে, বিচক্ষণতার সাথে কাজ করতে এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম করে তুলবে।

আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি যেখানে শেখার পরিমাপ শুধু প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের দ্বারাই করা হবে না, বরং কৌতূহল, উপলব্ধি, সৃজনশীলতা, চরিত্র এবং বাস্তব জগতের সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার দ্বারাও করা হবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি শিশুর এমন একটি শিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে যা তাদের শুধু চাকরির জন্যই নয়, বরং জীবনের জন্যও প্রস্তুত করে।

এমন এক ভবিষ্যৎ যেখানে শিক্ষকরা শিক্ষাকে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর উপযুক্ত করে তোলার মত উপাদান পাবেন, অভিভাবকরা সক্রিয়ভাবে অবদান রাখবেন, প্রযুক্তির গঠনমূলক ব্যবহার হবে এবং আবিষ্কার মানব শিক্ষাকে উন্নততর হতে সহায়তা করবে। এমন এক ভবিষ্যৎ যেখানে তথ্য মুখস্থ করার আগে উপলব্ধি করা যাবে, ভুলে যাওয়ার আগে বাস্তব-প্রয়োগ করা হবে এবং অর্জিত শিক্ষা প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত হবে; যা ব্যক্তি, সমাজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপকারে আসবে।

আমরা এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখি যা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে গঠনমূলক-শিক্ষায় আন্তর্জাতিক হওয়ার পথে তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে; যেখানে শিক্ষাগত উৎকর্ষতা শুধু ভর্তি বা পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা বিচার হবে না, বরং শিক্ষার্থীদের চিন্তার গুণমান, চরিত্রের দৃঢ়তা এবং বিশ্বে তাদের সৃষ্ট ইতিবাচক প্রভাবের দ্বারা প্রকাশিত হবে।
সেই ভবিষ্যতে অবদান রাখতেই 'Deep Beast' -এর সূত্রপাত। শিক্ষার অধিকারী হিসেবে নয়। এর বিকল্প হিসেবেও নয়। বরং শিক্ষার নিরন্তর বিবর্তনে এক আজীবন সহকারী হিসেবে।

কারণ আমরা বিশ্বাস করি, যখন শিক্ষা অর্থবহ হয়, মানুষ সক্ষম হয়ে ওঠে। যখন মানুষ সক্ষম হয়, সমাজ শক্তিশালী হয়। আর যখন সমাজ শক্তিশালী হয়, মানবতা এগিয়ে যায়।

এক বাক্যে আমাদের উদ্দেশ্য:

এমন এক বিশ্ব গড়তে সাহায্য করা যেখানে শিক্ষা রূপান্তরিত করে
জ্ঞানকে উপলব্ধিতে, উপলব্ধিকে প্রজ্ঞায়,
প্রজ্ঞাকে গঠনমূলক বাস্তব-কর্মে।

আমাদের প্রতিটি সৃষ্টি যেন শিক্ষার্থীদের:

তথ্য → উপলব্ধি → বাস্তব প্রয়োগ → প্রজ্ঞা → বাস্তব পৃথিবীতে ইতিবাচক প্রভাব,

এই যাত্রাপথে এক ধাপ এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই ক্রমবিকাশই হবে সেই মানদণ্ড, যার দ্বারা আমরা প্রতিটি ধারণা, প্রতিটি পণ্য, প্রতিটি অংশগ্রহণ এবং প্রতিটি উদ্ভাবনকে মূল্যায়ন করব।

যদি কোনো পদক্ষেপ, শিক্ষাকে বাস্তব-জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসে, তবেই তা Deep Beast-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তা না হয়, তবে আমরা সেই সিদ্ধান্ত নাকচ করার সাহস রাখব, তা যতই লাভজনক হোক।

আমাদের উদ্দেশ্য

DEEP BEAST-এর লক্ষ্য, বাস্তবমুখী শিক্ষণ-অভিজ্ঞতা তৈরির মাধ্যমে আজীবন শিক্ষার রাস্তাকে আনন্দময় ও কন্টকমুক্ত করে তোলা। আমাদের উদ্দেশ্য হলো বিদ্যমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিস্থাপন না করে বরং তাকে পরিপূর্ণ ও শক্তিশালী করা; যা হবে ব্যবহারিক, উদ্ভাবনী এবং প্রমাণ-ভিত্তিক, যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতায়িত করবে।

আমরা এমন সব শিক্ষামূলক উপকরণ, প্রযুক্তি, প্রকাশনা, গবেষণা এবং অভিজ্ঞতা তৈরিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, উপলব্ধিকে সুদৃঢ় করে, সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করে এবং আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্ববোধের সাথে অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে সহায়তা করে।

আমরা বিশ্বাস করি যে, শেখার প্রক্রিয়া কেবল শ্রেণিকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি অব্যাহত থাকে অভিভাবক, পরিবার ও সমাজের মাঝে, বইয়ের পাতায়, কথোপকথনে, খেলাধুলায়, প্রযুক্তির ব্যবহারে, পর্যবেক্ষণে এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে।

এ কারণেই আমরা এমন একটি পরিবেশ বা 'ecosystem ' গড়ে তোলার চেষ্টা করছি যেখানে শেখার এই বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো বিচ্ছিন্ন না থেকে একে অপরকে সহায়তা করে। সময়ের সাথে সাথে পৃথিবী যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি সামাঞ্জস্যমূলক পরিবর্তন ও বিবর্তন প্রয়োজন।

আমরা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, শিক্ষাবিষয়ক গবেষণা, দায়িত্বশীল উদ্ভাবন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে স্বাগত জানাই। তবে আমরা এগুলোকে মানুষের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং এমন সব সহায়ক মাধ্যম হিসেবে দেখি যা শিক্ষকদের আরও ভালোভাবে শেখাতে, শিক্ষার্থীদের আরও ভালোভাবে শিখতে এবং পরিবারকে শিক্ষার প্রক্রিয়ায় আরও অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করে।

আমাদের প্রতিটি উদ্যোগ ও সৃষ্টি হবে প্রমাণ-নির্ভর এবং শিক্ষাগত চাহিদার আলোয় অনুপ্রাণিত; আর তা যাচাই করা হবে একটি সাধারণ প্রশ্নের মাধ্যমে:

এটি কি সত্যিই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করবে?

যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে আমরা নিষ্ঠার সাথে তা এগিয়ে নিয়ে যাব।
আর যদি উত্তর 'না' হয়, তবে আমরা হয় সেটিকে উন্নত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেব, অথবা তা বর্জন করার মতো সাহস দেখাব।

আমাদের লক্ষ্য কেবল পরিষেবা তৈরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমরা পারস্পরিক আস্থা গড়ে তুলতে চাই; শিক্ষক, গবেষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবক এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে উৎসাহিত করতে চাই; এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয়, সহজলভ্য, অংশগ্রহণে উপযুক্ত ও অর্থবহ করে তুলতে চাই।

আমাদের প্রকাশিত প্রতিটি বই, ডিজাইন করা প্রতিটি লার্নিং কিট, তৈরি করা প্রতিটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, প্রকাশ করা প্রতিটি প্রযুক্তি, প্রতিটি গবেষণার উদ্যোগ এবং গড়ে তোলা প্রতিটি অংশগ্রহণ - সবকিছুরই একটি অভিন্ন উদ্দেশ্য:

বিষয়বস্তু আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে,
আরও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে,
আরও দায়িত্বশীল আচরণ করতে,
এবং আজীবন শেখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

আমরা কেবল আমাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের দ্বারা চালিত হই না।

আমরা চালিত হই সেইসব শিক্ষার্থীর দ্বারা, যারা আমাদের এই পরিষেবা ও উপকরণগুলো ব্যবহার করে জীবনে আরেকটা ধাপ এগিয়ে যায়, পৃথিবীর সৃষ্টিযজ্ঞে নিজেদের ভূমিকা রাখে। কারণ শিক্ষা কোনো বাজারজাত পণ্য নয় যে তা বিক্রি করা যায়; বরং এটি এমন এক দায়িত্ব যা সবার অংশগ্রহণে মানবজাতির স্বার্থে উদযাপিত হয়।

আর যতক্ষণ না প্রতিটি শিক্ষার্থী অর্থবহ শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

আমাদের অঙ্গীকার

যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত পরিচয় গড়ে ওঠে তার কথার মাধ্যমে নয়, বরং তার নেওয়া সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। প্রজন্মের পর প্রজন্মে প্রযুক্তির বিবর্তন, শিক্ষার অভিযোজন ও পরিবর্তনের পরে, আমাদের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলোই ঠিক করে দেবে যে 'Deep Beast' বিশ্বাসের যোগ্য কি না।
ঠিক এ কারণেই আমরা কিছু অঙ্গীকার করছি; কেবল আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছেই নয়, বরং নিজেদের কাছেও।

আমরা অঙ্গীকার করছি - জনপ্রিয়তার চেয়ে শিক্ষাকে, আর্থিক মুনাফার চেয়ে উদ্দেশ্যকে, কেবল উপযোগিতা বোঝানোর চেয়ে সত্যপ্রকাশকে, পরিমাণের চেয়ে গুণমানকে, তথ্যের চেয়ে প্রজ্ঞাকে এবং পণ্যের চেয়ে মানুষকে আমরা অগ্রাধিকার দেব।

আমরা অঙ্গীকার করছি - শুধুমাত্র ট্রেন্ডি, লাভজনক বা প্রযুক্তিগতভাবে চমকপ্রদ হওয়ার কারণে আমরা কোনো শিক্ষামূলক কার্যক্রম তৈরি করব না।

আমাদের প্রতিটি উদ্যোগ বা ধারণাকে প্রথমেই একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে:

এটি কি সত্যিই শেখার প্রক্রিয়াকে উন্নত করবে?

যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তবে আমরা সাহস, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সাথে তা বাস্তবায়ন করব।
আর যদি উত্তর 'না' হয়, তবে হয় আমরা সেটিকে উন্নত করার সততা দেখাব, অথবা তা থেকে সরে আসার মতো প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা প্রদর্শন করব।

আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার অঙ্গীকার করি; কারণ তাঁরাই প্রজন্মের পর প্রজন্মকে গড়ে তোলেন। আমরা অভিভাবকদের সহায়তা করার অঙ্গীকার করি; কারণ শিক্ষার শুরুটা হয় ঘর থেকেই। আমরা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন শোনার অঙ্গীকার করি; কারণ তাদের কৌতূহলই শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। আমরা অনুসন্ধানকারী, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবক ও সমাজের সাথে কাজ করার অঙ্গীকার করছি; কারণ অর্থবহ শিক্ষা গড়ে ওঠে সহযোগিতার মাধ্যমে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয়।

আমরা দায়িত্বশীলতার সাথে প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। মানুষের শেখার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে এমন উদ্ভাবনকে (যেমন - কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা AI) আমরা স্বাগত জানাব। কিন্তু আমরা কখনোই প্রযুক্তিকে সহানুভূতি, নৈতিকতা, কৌতূহল কিংবা শিক্ষার মূলে থাকা সেই অনন্য মানবিক সম্পর্কগুলোর জায়গা দখল করতে দেব না।

আমরা অঙ্গীকার করি - আমাদের নিজেদের শেখার পক্রিয়া কখনো বন্ধ হবে না। আমরা আমাদের নিজস্ব ধারণা বা অনুমানগুলোকে বারবার প্রশ্ন করব। আমাদের চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানায় এমন প্রমাণ বা তথ্যকে আমরা স্বাগত জানাব। আমরা আমাদের ভুলগুলো শুধরে নেব। আমরা ক্রমাগত নিজেদের উন্নত করব। কারণ, যে প্রতিষ্ঠান শিক্ষার জন্য নিবেদিত, তাদের নিজেরদের শিক্ষাগ্রহণ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আমরা কেবল প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কিংবা যাদের পরিষেবা দিচ্ছি সেই প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার ভিত্তিতে আমাদের সাফল্য পরিমাপ করব না। বরং আমাদের প্রকৃত সাফল্য পরিমাপ করা হবে আরও নিভৃতে আরও গভীরে। একটি

শিশু যখন শিক্ষার মাঝে আনন্দ খুঁজে পাবে; একজন শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার আরও ভালো উপায় খুঁজে পাবেন; একজন অভিভাবক যখন সন্তানের বিকাশে সহায়তা করার ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবেন; একজন শিক্ষার্থী যখন কঠিন কোনো বিষয় সহজে উপলব্ধি করতে পারবে; অথবা এমন কোনো শিশুমন যখন মুখস্থবিদ্যার চেয়ে বোঝাকে, ভয়ের চেয়ে কৌতূহলকে এবং অজ্ঞতার চেয়ে জ্ঞানকে বেছে নেবে।

আমরা যদি এমন মুহূর্তগুলো তৈরিতে অবদান রাখতে পারি, তবেই আমাদের কাজের সার্থকতা। আর যদি তা না পারি, তবে বুঝতে হবে আমাদের আরও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে।

পরিশেষে, আমরা এমন একটি প্রতিজ্ঞা করছি যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে Deep Beast-কে পথ দেখাবে। আমাদের নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত, প্রকাশিত বই, শিক্ষণ-সামগ্রী (learning kit) বা প্রযুক্তি, নতুন উদ্ভাবন, অংশগ্রহণ, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কিংবা সাফল্য উদযাপন - সবকিছুই একটি চিরন্তন প্রশ্নের নিরিখে বিচার করা হবে:

এটি কি সত্যিই শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করবে?

উত্তর যদি 'হ্যাঁ' হয়, তবে আমরা এতে আমাদের সবটুকু ঢেলে দেব।
আর উত্তর যদি 'না' হয়, তবে আমরা সে পথে হাটবো না, একেবারেই না।

এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা।
আমাদের শিক্ষার্থীদের কাছে।
আমাদের শিক্ষাপ্রদানকারীদের কাছে।
আমাদের বিভিন্ন অংশের কাছে।
আমাদের সমাজের কাছে।
আমাদের জাতির কাছে।
এবং পরবর্তী প্রতিটি প্রজন্মের কাছে।

এটাই Deep Beast-এর অঙ্গীকার।

যারা 'ডিপ বিস্ট'-এর সাথে কাজ করবেন, শেখাবেন, শিখবেন, সৃষ্টি করবেন এবং বিকশিত হবেন – তাদের সবার পক্ষ থেকে আমরা এই মানদণ্ডটিই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের অবদান আমাদের সাফল্যের মাপকাঠি নয়,
বরং আমাদের সাফল্য শিক্ষার্থী তথা মানবসভ্যতার উন্নতিতে।

The Founders of
Deep Beast Creations